# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও পাউরুটি দিলেন ঠিকাদার

মেহেরপুরের গাংনীর বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে গাংনী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পচা ডিম ও ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি দেওয়ার এ দৃশ্য দেখা গেছে।

চলতি বছরের ২৯ মার্চ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদের যোগসাজশে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য দেওয়া হলেও কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮ হাজার ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় পাউরুটি, কলা, ডিম, দুধ ও বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সরবরাহের শুরু থেকেই নানা অভিযোগ উঠলেও কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সরকারি টাকা লুটপাট করা হচ্ছে।

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অনিক হাসান বলে, “আমাদের বিদ্যালয়ে বুধবার পচা ডিম ও পাউরুটি দিয়েছে। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর। এটা খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব।”

চতুর্থ শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থী সাবিত হোসেন বলে, “আমি একটি ডিমের খোসা ছাড়ানোর সময় পানি বের হতে দেখি। পরে বুঝতে পারি এটি পচা ডিম। এরপর ফেলে দিই। নিম্নমানের খাবারের কারণে আমরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ব।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজা জানায়, “প্রায়ই পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত ডিম, পচা পাউরুটি ও দুধ দেয়। কোনো কোনো দিন

খেতে পারি, কোনো কোনো দিন খেতে পারি না।”

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বায়জিদ জানায়, “সরকার ভালো মানের খাবারের জন্য টাকা দিচ্ছে, অথচ আমাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিম্নমানের খাবার খেয়ে এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।”

অভিভাবক সুখী আক্তার বলেন, “আমাদের বাচ্চাদের যে খাবারগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো ভালো হওয়া দরকার। নিম্নমানের খাবার খেলে আমাদের সন্তানরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ, বিতরণকৃত খাবারগুলো যেন যথাযথভাবে তদারকি করা হয়।”

কাজিপুর গ্রামের অভিভাবক শহিদুল ইসলাম বলেন, “শিশুদের দৈনন্দিন পুষ্টির ঘাটতি পূরণ, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করা এবং ঝরে পড়া রোধে সরকার বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করছে। অথচ তদারকির অভাবে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে।”

বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাজারুল ইসলাম বলেন, “পচা ডিম ও নিম্নমানের খাদ্য দিলেও কিছু বলার বা করার থাকে না। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং বলতে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয়।”

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রশিদ জানান, এ বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই।

সুশীলন এনজিওর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা নুরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর প্রতিনিধি, সুশীলন এনজিওর এরিয়া ম্যানেজার সুমন আলী বলেন, “কোনো বিদ্যালয়ে পচা ডিম বা পাউরুটি গেলে অভিযোগ পেলে সেগুলো পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।”

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সামাদ বলেন, “পচা বা নষ্ট ডিম খেলে মারাত্মক ফুড পয়জনিং বা খাদ্যবিষক্রিয়া হতে পারে। এছাড়া তীব্র পেটব্যথা, বমিভাব, পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া বা শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আরও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।”

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, “পচা ডিম বা নিম্নমানের পাউরুটি ও কলা দেওয়ার কোনো তথ্য আমার কাছে

নেই। তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুরে ৩টি গাঁজার গাছসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৩টি গাঁজার গাছসহ মো: আব্দুল হালিমকে( ৫৫) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালীগাংনী ভিটাপাড়া বিলের মাঠে অভিযান চালিয়ে গাঁজার গাছ সহ তাকে আটক করা হয়। আটক মোঃ আব্দুল হালিম কালীগাংনীর বাসিন্দা।

এ বিষয়ে আজ বুধবার দুপুর ১টা ৫০ মিনিট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা।

লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশের গোয়েন্দার একটি টিম জেলার সদর থানার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালীগাংনী ভিটাপাড়ার বিলের মাঠের মধ্যে চতুর-দিকে ইটের গাথুনির ওয়াল বিশিষ্ট একতলা বসত বাড়ির মাটির উঠান হতে মোঃ আব্দুল হালিমকে আটক করা হয়।

এসময় তার চাষকৃত ৩টি (তিনটি) গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়েছে।গাঁজার গাছগুলোর উচ্চতা যথাক্রমে ০৯ ফুট ০৪ ইঞ্চি, ০৬ ফুট ০৩ ইঞ্চি ও ০৩ ফুট ০৬ ইঞ্চি। এবং ওজন যথাক্রমে ৩ কেজি ১০০ গ্রাম, ৪৫০ গ্রাম ও ৪০ গ্রাম। এ ঘটনায় আটক আব্দুল হালিমকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তিনটি গাঁজার গাছসহ আব্দুল হালিমকে আটক করে।আটককৃত আব্দুল

হালিমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা

গাংনীতে শিক্ষকের বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকির চিরকুট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে আক্কাস আলী (৪৫) নামে এক শিক্ষকের বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ও হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার (১ জুলাই) সকালে বাড়ির মালিক নিজ বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। আক্কাস আলী কসবা গ্রামের মোল্লাপাড়ার রজব আলীর ছেলে এবং গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় মাস ধরে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে আক্কাস আলীর বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে জমি পরিমাপ করেন। বুধবার জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে ভূমি অফিসে যাওয়ার কথা ছিল তার। এর আগেই দুর্বৃত্তরা বাড়িতে বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

উদ্ধার হওয়া চিরকুটে রাস্তার পাশ দিয়ে পানি চলাচলে বাধা না দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# [redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে আনসার বাহিনীর দ্বৈত আয়োজন: সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন ও বীরদের সম্মাননা

মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবগঠিত সঞ্জীবন প্লাটুন গঠনের রূপরেখা এবং ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার প্রদানকারী সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালার প্রথম পর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দিন শেখ ও সিরাজুল ইসলামকে সম্মাননা জানানো হয়।

দ্বিতীয় পর্বে “সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন, প্রকল্প নির্বাচন ও সদস্য/সদস্যাদের করণীয়” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিএম, পিভিএমএস, খুলনা রেঞ্জ কমান্ডার আব্দুস সামাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ড্যান্ট আল-আমিন উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনসার বাহিনীর যে বীর সদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন, তাঁদের বীরত্বগাথা স্মরণ করে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের সঞ্জীবন প্লাটুনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বিশেষ টিম গ্রামীণ উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক

প্রায় ৬০ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী সদস্য দেশের সর্ববৃহৎ সংগঠিত জনশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের সহযোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর দায়িত্ব ও কার্যপরিধি এখন ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা সহায়তার গণ্ডি অতিক্রম করে দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ ৯ আনসার ব্যাটালিয়নের পিভিএমএস সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, “আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এমন একটি বাহিনী, যার নামের মধ্যেই প্রাণের সঞ্চার করার শক্তি লুকিয়ে আছে।” আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের মূল দায়িত্ব হবে গ্রামীণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদক প্রতিরোধের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা। মনে রাখবেন, আপনাদের আচরণ এবং কাজের মাধ্যমেই আনসার বাহিনীর সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি পদক্ষেপে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে উন্নয়ন ব্যাংক, গাংনী, মেহেরপুর; উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (সদর ও গাংনী), আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, আনসার ও ভিডিপির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ, ইউনিয়ন দলনেতা, দলনেত্রী, আনসার কমান্ডার এবং সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দরিদ্র নারীদের মাঝে বিনামূল্যে গাভী বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মেহেরপুরে বিনামূল্যে গাভী বিতরণ এবং গবাদিপশু পালনবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) সহযোগিতায় এবং সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং উপকারভোগীদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

এ সময় বক্তব্য দেন প্রজন্ম সংগঠনের পরিচালক জহুরুল ইসলাম। তিনি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গবাদিপশু পালনকে লাভজনক উদ্যোগে পরিণত করার আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. তোফাজ্জল হোসেন। তিনি উপকারভোগীদের গাভী পালন, পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ, নিয়মিত টিকাদান এবং আধুনিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭ জন দরিদ্র নারী উপকারভোগীর মাঝে বিনামূল্যে গাভী বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের

প্রতিনিধি এবং উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫৪৬টি প্রকল্প বাছাই করা হয়। পরে জেলা পর্যায়ের ১০১টি সেরা প্রকল্পের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নির্বাচিত প্রকল্পগুলো। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রকল্প হিসেবে অংশ নিয়ে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ।

মেহেরপুর জেলার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার মান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে।

প্রকল্পটির গাইড শিক্ষক ছিলেন আইসিটি বিভাগের প্রভাষক সাজ্জাদ হোসেন সবুজ এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আবু বক্কর সিদ্দিক। প্রকল্পটি তৈরি ও উপস্থাপনায় অংশ নেয় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নওরীন জাহান, আবির রোশান লাবিব ও জুনায়েদ পারভেজ।

সোমবার চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তাঁর সহধর্মিণী ডা. জোবায়দা রহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় দুই গাইড শিক্ষককে ৩০ হাজার টাকা করে এবং তিন শিক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে

প্রাইজমানি, সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহাদী আমিন, শিক্ষা সচিব আব্দুল খালেক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের এ সাফল্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক এ সাফল্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুরে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প নিয়ে মতবিনিময় সভা

রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আম চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে মেহেরপুরে আম উৎপাদনকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার ‘রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন’ প্রকল্পের আওতায় এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মো. বাবুল মিঞা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের ফসল উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব ফেরদৌসী আখতার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্প

বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংয়ের পরিচালক মো. আব্দুস সাত্তার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক আলমগীর বিশ্বাস।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

সভায় আমের উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির উপযোগী মান নিশ্চিত করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আমচাষিদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন অতিথিরা।

বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আম উৎপাদন করতে পারলে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, যা একদিকে কৃষকদের আয় বাড়াবে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে রামিম নামের ৮ বছর বয়সী এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভিটাপাড়া এলাকায় মহাসিন হাজির পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

‎রামিম উপজেলার গোপালনগর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী রুহুল আমিনের ছেলে ও স্থানীয় আলিমুল কোরআন মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তারা বর্তমানে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সবজি আড়ত পাড়ায় বসবাস করছেন।

‎‎স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে রামিম ও তার বন্ধু সিয়াম মহসিন হাজির পুকুর পাড়ে একটি বাঁশের তৈরি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা করার সময় অসাবধানতাবশত রামিম পানিতে পড়ে তলিয়ে

যায়।

‎এ সময় তার বন্ধু সিয়াম দ্রুত দৌড়ে গিয়ে রামিমের পরিবারকে খবর দেয়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এসে পুকুর থেকে রামিমের অচেতন দেহ উদ্ধার করে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাসমেরী খাইরুন নাহার জানান, শিশুটি হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছে।

‎গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী অপমৃত্যুর মামলা হবে।

শিশুর রামিমের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ও নিহতের পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।